দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 07 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের তাৎপর্য

প্রাথমিক শিক্ষার পরিমানগত ও গুণগত মান উন্নয়নের যেসব ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে তার সামগ্রিক সাফল্য নির্ভর করে একদিকে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নিষ্ঠা, আগ্রহ ও স্বতঃস্ফুর্ততা এবং অপরদিকে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহনের উপর। সামাজিক সম্পৃক্ততা ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব নয়। এসত্য অনস্বীকার্য্য যে, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর মতো বিশাল কর্মকান্ডে যারা বিভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট তাদের উৎসাহিত ও অনুপ্রানিত করতে না পারলে খুব বেশী দিন প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সঞ্চারিত গতিবেগ ধরে রাখা যাবে না। এ উপলব্ধিতে ভালো কাজের স্বীকৃতি দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কারণেই প্রতি বছর যারা প্রাথমিক শিক্ষায় কৃতিত্বপুর্ণ অবদান রাখেন, তাঁদের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হয়। ১৯৮৫ সাল থেকে ময়মনসিংহে অবস্থিত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের আয়োজন করে আসছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের নির্দেশনায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী শ্রেষ্ঠদের বাছাই এর জন্য এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালককে প্রধান করে একটি এওয়ার্ড কমিটি আছে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের সমাপনী দিবসে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার জন্য শিশু শিল্পী, শিক্ষা কর্মকর্তা (এই বিভাগের আওতাভুক্ত), এই বিভাগ বহির্ভূত কর্মকর্তা, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি, কাব, কাব শিক্ষকগনকে পুরস্কার দেয়া হয়। এছাড়া শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি, ওয়ার্ড কমিটি ও কাবসংগঠনকে পুরস্কার দেয়া হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর সদয় উপস্থিতি এবং তাঁর দ্বারা পুরস্কার বিতরণ দেশব্যাপী বিপুল সাড়া জাগাবে। যাঁরা পুরস্কৃত হবেন তাঁরা বুঝতে সক্ষম হবেন যে, তাঁরা যে পরিশ্রম করেছেন, তার সঠিক মুল্যায়ন হয়েছে; ফলে তারা পুণরায় উৎসাহী হবেন এবং অন্যরাও ভবিষ্যতে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য পরিশ্রম করতে অনুপ্রানিত হবেন।

প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপনের একটি গুরুত্বপুর্ণ তাৎপর্য হ'ল প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করা। সরকারের একার পক্ষে দেশের বিপুল সংখ্যক ছেলে মেয়ের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ সম্ভব নয়। যতক্ষন পর্য্যন্ত না দেশের সর্বস্তরের জনগণ অশিক্ষার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করতে এগিয়ে আসবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব নয়। জনসাধারণকে তাই স্বতঃস্ফুর্তভাবে এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে।